যুগান্তর

তারিখ 04 JUL 2015
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ২

সম্পাদকীয়

ভয়াবহ সার্টিফিকেট জালিয়াতি

প্রতারকদের শনাক্ত করে শাস্তি নিশ্চিত করুন

রাজধানীতে জাল সার্টিফিকেট তৈরি ও বিক্রির সঙ্গে যুক্ত একাধিক জালিয়াত চক্রের দৌরাত্ম্য বিষয়ে সরেজমিন প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে গতকালের যুগান্তরে। এ চক্রের কাছ থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও মেডিকেল কলেজ ছাড়াও যে কোনো পর্যায়ের সার্টিফিকেট অর্থের বিনিময়ে সংগ্রহ করা সম্ভব। বিষয়টি উদ্বেগজনক। মেধা ও অধ্যবসায়ের স্বীকৃতি হিসেবে পাওয়া সার্টিফিকেট যদি টাকা দিলেই মুড়ি-মুড়কির মতো যত্রতত্র পাওয়া যায়, তাহলে এর চেয়ে উদ্বেগজনক আর কী হতে পারে। প্রশাসনের নাকের ডগায় রাজধানীর চিহ্নিত কিছু এলাকাসহ সারা দেশে প্রতারক চক্র আধুনিক প্রযুক্তির সহায়তায় এসব অপকর্ম করছে। তাদের বিরুদ্ধে আইনশৃংখলা বাহিনী মাঝেমধ্যে অভিযান চালালেও পরিস্থিতির কোনো হেরফের হচ্ছে না। প্রতারক চক্রের উপার্জিত অর্থের ভাগ পুলিশসহ প্রশাসনের অন্য কর্তাব্যক্তিরা পেয়ে থাকেন— এমন অভিযোগ ইতিপূর্বে একাধিকবার শোনা গেলেও এ ব্যাপারে কারও টনক নড়ছে না। ভাগ-বাটোয়ারার সংস্কৃতি বন্ধ না হলে এ জাতীয় প্রতারণা নির্মূল করা সম্ভব নয়— তা বলাইবাহুল্য।

টাকার বিনিময়ে চাইলেই দেশের নামকরা বিশ্ববিদ্যালয় ও মেডিকেল কলেজসহ যে কোনো প্রতিষ্ঠানের সার্টিফিকেট পাওয়া গেলে কষ্ট করে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার প্রয়োজন কী? এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না, ভুয়া সার্টিফিকেট সংগ্রহ করে চাকরির বৈতরণী পার হয় যারা, মেধার দিক থেকে তারা যোগ্য থাকে না। জাল বা ভুয়া কাগজপত্রের মাধ্যমে অযোগ্য বা মেধাহীন লোকেরা যদি সরকারিসহ অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে আসন গেড়ে বসে, তবে তার ফল কখনোই শুভ হবে না। কাজেই শক্তহাতে এ ধরনের প্রতারণা বন্ধের পদক্ষেপ নেয়া উচিত। শুধু সার্টিফিকেট আর পরিচয়পত্রই নয়— আধুনিক মুদ্রণ প্রযুক্তির ব্যাপক উন্নতি ঘটায় প্রচলিত ব্যাংক নোটগুলো অবিকল ছাপানো সম্ভব হচ্ছে। ফলে দেশে জাল মুদ্রার ব্যবসাও ফুলে-ফেঁপে উঠেছে। সন্দেহ নেই, এতে ব্যক্তিগতভাবে মানুষ যেমন ক্ষতির সম্মুখীন হয়, পাশাপাশি সামগ্রিকভাবে দেশের অর্থনীতিতেও এর নেতিবাচক প্রভাব পড়ে। রমজান মাস ও ঈদে অর্থের প্রবাহ বেড়ে যাওয়ার সুযোগ কাজে লাগিয়ে প্রতিবছর কয়েকটি সিন্ডিকেটের মাধ্যমে কৌশলে বাজারে জাল নোট ছড়ানোর কথা সুবিদিত। আসন্ন ঈদে যাতে জাল নোট প্রতিরোধ করা যায়, সে বিষয়ে এখন থেকেই কেন্দ্রীয় ব্যাংকের বিভিন্ন সতর্কতামূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করা উচিত। তবে মুদ্রা জালিয়াতির সঙ্গে কেবল দেশীয় প্রতারক দলই সম্পৃক্ত নয়, এর সঙ্গে আন্তর্জাতিক মাফিয়া চক্রও সংশ্লিষ্ট। বিমানবন্দর অথবা অন্য কোনো চ্যানেলে দেশে জাল মুদ্রার প্রবেশ রোধে কঠোর নজরদারি ব্যবস্থা থাকা উচিত।

দুশ্চিন্তার বিষয় হল, আজকাল ভুয়া পরিচয়পত্রের মাধ্যমে পাসপোর্ট তৈরির পর অনেক অপরাধী ও ভিনদেশী নাগরিক বিদেশে যাচ্ছে। বিদেশে যাওয়ার পর তারা নানা ধরনের অপরাধের সঙ্গে যুক্ত হওয়ায় বাংলাদেশের ভাবমূর্তি দারুণভাবে ক্ষুণ্ন হচ্ছে। এর বাইরে দেশে আরও নানা ধরনের জালিয়াতি ও প্রতারণামূলক কর্মকাণ্ড চলছে। স্থানীয় সন্ত্রাসীদের সঙ্গে 'হট কানেকশন' ও রাজনৈতিক ছত্রছায়া থাকায় এসব অসাধু চক্র অনেকটা নির্বিঘ্নে তাদের অপতৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছে। সরকার এসব অসাধু জালিয়াত চক্র নির্মূলে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করবে— এটাই প্রত্যাশা।